যুগান্তর

তারিখ 08 FEB 2008
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

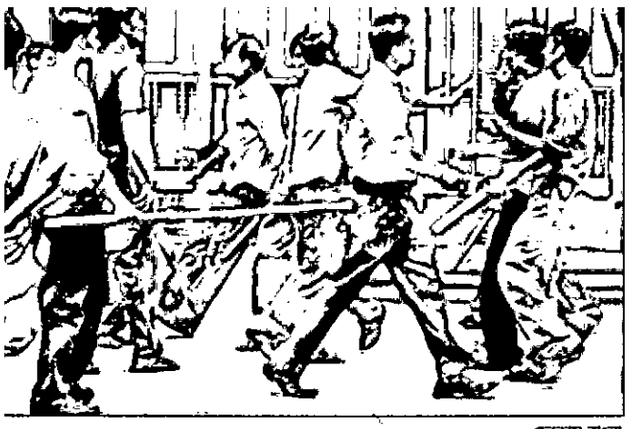

ফোকাস বাংলা

গতিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে শিবিরের সঙ্গে সাধারণ ছাত্রদের ধাওয়া-পাল্টাধাওয়ার ঘটে

াবিতে দিনভর উত্তেজনা সংঘর্ষ : আহত ১০

দ্যালয় রিপোর্টার

ষ্টর রেশ না কাটতেই আবারও উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস। গতকাল াসসহ সরকারি চাকরিতে কোটাবিরোধী আন্দোলনকারীদের সঙ্গে ছাত্রলীগসহ কয়েকটি বাম নের নেতাকর্মীদের দফায় দফায় সংঘর্ষ, ধাওয়া-পাল্টাধাওয়া ও ইটপাটকেল নিক্ষেপের ঘটনা এতে দু'গ্রুপের অন্তত দশ জন মারাত্মক আহত হয়েছে। আহতদের ঢাকা মেডিকেল কলেজ াতাল ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মেডিকেল সেন্টারসহ অন্যান্য হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। কালে গোটা ক্যাম্পাসে ছড়িয়ে পড়ে তীব্র উত্তেজনা। সাধারণ ছাত্ররা ভয়ে দিগ্বিদিক ছোটাছুটি । ঘটনার পর ছাত্র সংগঠনগুলোর মহড়া-পাল্টামহড়া পর্ব শুরু হয়। উপাচার্য অধ্যাপক এসএমএ ভের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়নসহ উত্তেজনা : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ৪

উত্তেজনা : ঢাবি

(১ম পৃষ্ঠার পর) বাম সংগঠনগুলো পরিবেশ পরিষদের সভা ডাকার আহ্বান জানায়। ছাত্রদল ক্যাম্পাসের উদ্ভূত পরিস্থিতিতে উদ্বেগ প্রকাশ করে। কোটাবিরোধী সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা হামলাকারীদের গ্রেফতার ও বিচার দাবি করে। প্রক্টর অধ্যাপক আ কা ফিরোজ আহমদ বিকালে সাংবাদিকদের জানান, পরিবেশ পরিষদের কোন আইনগত ভিত্তি নেই। পরিবেশ পরিষদ নয়, ডাকসু কার্যকর হওয়া জরুরি। ছাত্রদের সঙ্গে কর্তৃপক্ষ সব সময়ই সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে আলাপ-আলোচনা করে থাকে।

বৃহস্পতিবার ছিল কোটাবিরোধী ছাত্রছাত্রীদের তিন দিনব্যাপী গণস্বাক্ষর সংগ্রহ কর্মসূচির প্রথম দিন। পূর্বঘোষণা অনুযায়ী তারা কলাভবন, বিজনেস স্টাডিজ অনুষদ, কার্জন হল, সায়েন্স অ্যানেক্সসহ বিভিন্ন ভবনে কার্যক্রম শুরু করে। অন্যদিকে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের নেতাকর্মীরাও পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী মারমুখী অবস্থা নিয়ে ক্যাম্পাসে অবস্থান নেন। হকিস্টিক, লাঠি, ইটপাটকেল এনে মধুর ক্যান্টিন ও আশপাশে জমা করে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, বেলা সাড়ে ১১টার দিকে হিযবুত তাহরীরের অঙ্গসংগঠন ছাত্রমুক্তির কয়েকজন নেতাকর্মী মধুর ক্যান্টিনে কোটাবিরোধী লিফলেট বিতরণ করতে যায়। এ সময় ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়নের নেতাকর্মীরা তাদের ধাওয়া করলে তারা দৌড়ে বিজনেস স্টাডিজ অনুষদ ভবনের ভেতর আত্মগোপন করে। ধাওয়াকারী ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়ন নেতাকর্মীরা বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের ভেতরে ঢুকেই মূল গেট বন্ধ করে দেয়। একপর্যায়ে ছাত্রমুক্তির নেতাকর্মীরা বের হওয়ার সময় ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়নের নেতাকর্মীরা তাদের ওপর হকিস্টিক, রড, পাইপ নিয়ে হামলা চালায়। ছাত্রমুক্তিও তখন প্রতিরোধের সাধ্যমত চেষ্টা চালায়। শিবিরের কর্মী অভিযোগে ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা তাদের ওপর হামলা চালায়। হামলায় ছাত্রমুক্তির আটজন ও ছাত্র ইউনিয়নের একজন আহত হয়। আহতরা হল— উর্দু ও ফার্সি বিভাগের চতুর্থ বর্ষের ছাত্র মইনুল, ফলিত পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র খালিদ, মোজাম্মেল, বাংলা বিভাগের চতুর্থ বর্ষের ছাত্র মেহেদী হাসান, রসায়নের মিন্টু, পরিসংখ্যানের নিপু, ম্যানেজমেন্টের রিফাত, শামীম, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জাভেদ, সাঈদ, আইনের জোবায়ের। এদের মধ্যে মেহেদী ছাত্র ইউনিয়ন কর্মী। আহতদের অভিযোগ, ছাত্রলীগের বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি শেখ সোহেল রানা টিপু, সাধারণ সম্পাদক সাজ্জাস সাকিব বাদশা এবং ছাত্র ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক খান আসাদুজ্জামান মাসুমের নির্দেশে তাদের ওপর হামলা করা হয়েছে।

হামলার পর ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়নের নেতাকর্মীরা হকিস্টিক, রড, পাইপ নিয়ে ক্যাম্পাসে মিছিল বের করে। মিছিলটি ক্যাম্পাসের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে মধুর ক্যান্টিনের সামনে শেষ হয়। এ সময় তারা ক্যাম্পাসে ছাত্রশিবির ও ছাত্রমুক্তিসহ সাম্প্রদায়িক রাজনীতি নিষিদ্ধ ঘোষণা করে।

হামলাকারীদের বিচার দাবি

কোটাবিরোধী শিক্ষার্থীরা দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক এসএমএ ফায়েজের সঙ্গে দেখা করে তাদের ওপর হামলার বিচার দাবি করেছে। তারা উপাচার্যকে জানায়, তাদের দাবি যৌক্তিক। দাবি আদায়ে তারা শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলন করে যাচ্ছে। তবে ছাত্রলীগসহ কয়েকটি বাম সংগঠনের নেতাকর্মীরা শুরু থেকেই তাদের দাবির বিরোধিতা করছে। অবিলম্বে হামলাকারীদের বিচার দাবি করে তারা। উপাচার্য তাদের আশ্বস্ত করেছেন বলে জানা গেছে।

ছাত্রদলের বৈঠক

দুপুরে ছাত্রদল নেতৃবৃন্দ উপাচার্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। এ সময় তারা উপাচার্যকে ক্যাম্পাসকে অস্থিতিশীল করার জন্য কয়েকটি সংগঠনের নেতাকর্মীদের দায়ী করেছেন। সভা শেষে ছাত্রদলের বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সিনিয়র সহ-সভাপতি মামুনুর রশিদ বলেন, তারা ক্যাম্পাসের চলমান পরিস্থিতিতে উদ্বিগ্ন। ছাত্রদল দাবিদার একটি অংশ মঙ্গলবার রাতে জিয়া হলে শৃংখলাবিরোধী কাজ করেছে। আবার তারাই শাহবাগ থানায় মামলা করেছে। ঘটনায় জিয়া হল কর্তৃপক্ষ যে তদন্ত কমিটি করেছে তার

করে। রিপোর্টের ভিত্তিতে দোষ পুলিশের ব্যবস্থা তারা মেনে নেবে পরিবেশ পরিষদ ডাকার এখতিয়া প্রয়োজন নির্ধারণ করবে কর্তৃপ কোন চাপ কাঙ্ক্ষিত নয়। তারা শান্তিপূর্ণ পরিবেশ চান।

ছাত্রলীগ ও প্রগতিশীল স দুপুরে ছাত্রলীগ এবং ছাত্র ইউনিয় সংগঠন উপাচার্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ তারা অভিযোগ করেন, আন্দোলনের সঙ্গে ছাত্রশিবি পরিচালনার চেষ্টা করছে। মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাকারী জামায় এই ছাত্র সংগঠনটি পরিবেশ প তাদের কাজ করতে দেয়া যাবে তারা পরিবেশ পরিষদের সভা জানান বলে জানা গেছে। ছাত্র শেখ সোহেল রানা টিপু উ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আবার বসছেন।

ছাত্র ইউনিয়নের সংবাদ স এদিকে ছাত্র ইউনিয়ন বিসিএস প পদ্ধতি সংস্কারসহ আট দফা দাবি গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধু সংবাদ সম্মেলনে তারা এসব দাবি দাবিগুলোর মধ্যে রয়েছে— শিক্ষ পরিবেশ নিশ্চিত করতে ঢাকা ডাকসুসহ অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠা চালু করতে হবে। বিশ্ববিদ্যা কমিশনের ঘোষিত কৌশলপত্র চক্রান্ত প্রতিহত করতে হবে। সিন্ডিকেট বাণিজ্য বন্ধ করতে হ ছাত্র বিক্ষোভের ঘটনায় বাকি মা করতে হবে। গণমুখী ও শিক্ষানীতি চালু করতে হবে। বিচার ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি হবে। অবিলম্বে দেশ থেকে ভ প্রত্যাহার করতে হবে। এতে লিখি করেন সংগঠনের সাধারণ স আসাদুজ্জামান মাসুম। এতে সভা সংগঠনের সভাপতি সামসুল আ এতে তিনি বলেন, বিসিএস প সরকারি নিয়োগ পরীক্ষায় আদিবাসী, নারী, প্রতিবন্ধী কোটা হবে। এছাড়া সংবাদ সম্মেল অধ্যাদেশ বাস্তবায়নের দাবি জানান

কর্তৃপক্ষের বক্তব্য

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক আ আহমদ বিকালে উদ্ভূত পরিস্থিতি স বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার পরিবেশ সবার দায়িত্ব। ছাত্রদল সার্বিক ব্য প্রকাশ করেছে। ছাত্রলীগ ও ছাত্র

কয়েকটি সংগঠনের নেতাকর্মীরাও মনোভাব ব্যক্ত করে গেছে। কর্তৃপ তাদের সঙ্গে বসছে বলে তিনি জ বলেন, তিনি দায়িত্ব নেয়ার পর জায়গায় কাগজপত্র খুঁজেছেন, বি পরিষদের আইনগত কোন ভিত্তি পা শাখায়ও এ ব্যাপারে সিন্ডিকেটের